গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপ-পরিচালকের দপ্তর
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।
www.fireservice.chittagongdiv.gov.bd

"মুজিব বর্ষের প্রতিশ্রুতি
সেবা, ত্যাগ ও অগ্রগতি"

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভা কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	জনাব মো: আনিসুর রহমান, উপপরিচালক
সভার তারিখ	:	৩০/০৩/২০২২ খ্রি.
সময়	:	১০.০০ ঘটিকা
স্থান	:	বিভাগীয় সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম।

সভায় উপস্থিত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজন অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত জনাব মো: ইফতেখার উল্লাহ মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ওয়াসা, চট্টগ্রামসহ সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে আগত কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম প্রদত্ত বিভিন্ন নাগরিক ও দাপ্তরিক সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি ও বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. জনাব মো: নজরুল ইসলাম, পুলিশ পরিদর্শক, ওসি ওয়াচ, ডিএসবি, চট্টগ্রাম বলেন- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল জরুরি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয় দরকার। এ সভা আয়োজনের জন্য উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন- অগ্নিকান্ড সংঘঠিত হলে ফায়ার সার্ভিস খুব দ্রুততার সাথে সাড়া প্রদান করে থাকে। অগ্নিকান্ডসহ যেকোন দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিসকে আইনশৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন কাজে বাংলাদেশ পুলিশ সহযোগিতা করে থাকে। চট্টগ্রাম নগরের সরু রাস্তা, পানি স্বল্পতা, জনসাধারণের অসচেতনাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে জুরুরি সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে নানা সমস্যার সম্মূখীন হতে হয়। তাই তিনি সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দ্যোগ নিতে আহ্বান জানান।
এ প্রসঙ্গে জনাব মো: ফারুক হোসেন সিকদার, সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতিটি স্টেশন অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনায় সাড়া প্রদানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সংবাদ প্রপ্তির ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে স্টেশন ত্যাগ করে থাকে। অগ্নি নির্বাপণ করতে গিয়ে আমরা নানা সমস্যার সম্মূখীন হই। উৎসুক জনতাকে নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সভাপতির মাধ্যমে পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো জানান, বিদ্যমান ভবনগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নিমার্ণ করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে বর্তামান সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অগ্নিনিরাপত্তাসহ অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান কাজ করছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

২. জনাব মো: ওসমান গনি, ইপসা, চট্টগ্রাম (এনজিও প্রতিনিধি) বলেন- অগ্নিকান্ড বা দুর্ঘটনার ঘটলে তাৎক্ষনিক ফায়ার সার্ভিসের সেবা পাওয়া যায়। এজন্য ফায়ার সর্ভিসকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো বলেন- দুর্যোগ মোকাবেলায় সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাকে একযোগে কাজ করতে। দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদার করার আহ্বান জানান।

এ প্রসঙ্গে জনাব নিউটন দাস, উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোন-১) বলেন- চট্টগ্রাম নগরকে অগ্নিকান্ডসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম ওয়াসা, পিডিবিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কাজকে টেকসই করার আহ্বান জানান।

৩. জনাব রুমি আক্তার, আরবান কমিউনিটি ভলেন্টিয়ার (ভলেন্টিয়ার প্রতিনিধি) বলেন- অগ্নিকান্ডসহ সকল দুর্যোগ মোকাবেলায় সেচ্ছাসেবকগণ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। অনেক সময় প্রশিক্ষণের অভাবে জনগণ কাঙ্খিত সেবা পায় না। এ কারণে স্বেচ্ছাসেবকদের সতেজকরণ প্রশিক্ষণসহ নতুন স্বেচ্ছাসেবক তৈরির উদ্দ্যোগ নিতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানান।
এ প্রসঙ্গে জনাব নিউটন দাস, উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোন-১) সভাকে অবহিত করেন যে, স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের স্ট্যান্ডার্ড ধরে রাখার জন্য এই প্রশিক্ষণটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজন করে থাকে। তাই স্বেচ্ছাসেবক সতেজকরণ প্রশিক্ষণ ও নতুন স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরাধ জানিয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়টি সভাপতি মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৪. জনাব মো: ইফতেখার উল্লাহ মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম ওয়াসা বলেন- জরুরি পরিস্থিতিতে পানি সরবরাহ ঠিক রাখার জন্য নগরীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পিলার হাইড্রেন্ট স্থাপন কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ৩০টি হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিসসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সক্ষমতা পরীক্ষা করা হবে। সক্ষমতা পরীক্ষার তারিখ ও সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে জানিয়ে পত্র দেয়া হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।
এ প্রসঙ্গে জনাব ফরিদ আহমেদ, উপসহাকারী পরিচালক, পটিয়া (জোন-২) বলেন- বন্দর নগরী চট্টগ্রামে হাইড্রেন্ট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হলে অগ্নিনির্বাপনে এটি খুবই কার্যকর হবে। পানির প্রবাহ যদি ঠিক থাকে এবং পর্যাপ্ত ডেলিভারী হোজ মজুদ থাকে তবে জনসাধরণ উপকৃত হবে। হাইড্রেন্টের পার্শ্ববর্তী দোকানদার/বসবাসকারী জনসাধারণকে হাইড্রেন্ট ব্যবহারে প্রশিক্ষিত করতে পারলে হাইড্রেন্ট স্থাপন সার্থক হবে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়-

ক্রমিক	সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নকারী
১.	অগ্নিকান্ডসহ দুর্যোগ মোকাবেলার সচেতনতা বৃদ্ধি লক্ষ্যে জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।	সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দর বান
২.	চট্টগ্রাম নগরে স্থাপিত পিলার হাইড্রেন্ট সমূহ সক্ষমতা যাচাইকরণ এবং পার্শ্ববর্তী জনসাধারণকে হাইড্রেন্ট ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান।	সহকারী পরিচালক চট্টগ্রাম
৩.	স্বেচ্ছাসেবক সতেজকরণ প্রশিক্ষণ ও নতুন স্বেচ্ছাসেবক বৃদ্ধির জন্য মহাপরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ।	উপপরিচালক চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম।

সমাপনী বক্তৃতায় জনাব মো: আনিসুর রহমান, উপপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম বলেন, সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম বিভাগ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে থাকে। সরকারি/বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত প্রতিনিধিগণ আমাদের সেবা

সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। গ্রহণযোগ্য মতামতসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কাজ করছে। সরকারের বিভিন্ন নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে উপস্থিত বিভিন্ন অংশীজন ও সংশ্লিষ্ট সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অনুরোধ ও উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(স্বাক্ষরিত)
মো: আনিসুর রহমান
উপপরিচালক

স্মারক নং-৫৮.০৩.২০০০.০০১.০১.০৪৫-২০২২- ৩৩৯১/৬০

তারিখ ঃ ১৭ চৈত্র ১৪২৮ / ৩১ মার্চ ২০২২

অবগতি ও প্রয়োজনীয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

১. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।

২. .....(অংশীজন)।

৩. সহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/নোয়াখালী/রাঙ্গামাটি/বান্দরবান।

৪. উপসহকারী পরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম (জোন-১/২/৩)/কক্সবাজার/কুমিল্লা/ব্রাহ্মণবাড়িয়া/চাঁদপুর /নোয়াখালী/ফেনী/লক্ষ্মীপুর/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।

৫. ফোরম্যান, বিভাগীয় কারিগরি কারখানা, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, চট্টগ্রাম।

৬. মবিলাইজিং অফিসার, চট্টগ্রাম নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, চট্টগ্রাম (ওয়েবসাইটে আপলোডের জন্য)।

৩১/৩/২০২২

মোঃ আনিসুর রহমান
উপপরিচালক